গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
নগর উন্নয়ন-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: সারাদেশে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে আয়োজিত "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কমিটি"-এর সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	:	০১ অক্টোবর, ২০২৩, দুপুর ১:৩০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং ৬০১, ভবন নং ০৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর অনুমতিক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মুহম্মদ ইব্রাহিম সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন যে, সারাদেশে ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কমিটি"-এর এ সভাটি আহবান করা হয়েছে। সভায় স্বশরীরে অংশগ্রহণকারী ও ভার্চুয়ালি সংযুক্ত সকলকে তিনি ধন্যবাদ জানান। এ পর্যায়ে প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদানের জন্য তিনি মাননীয় মন্ত্রী ও সভার সভাপতিকে অনুরোধ জানান।

২। মাননীয় মন্ত্রী সভায় উপস্থিত মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সাংবাদিকবৃন্দকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন যে, ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে প্রতি মাসেই সভা আহ্বান করা হয়ে থাকে। সভার মূল উদ্দেশ্য হলো ডেঙ্গু রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা। ২০১৯ সালে এডিস মশার বিস্তার তীব্রতা লাভ করে। যে সকল দেশে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্তের হার বেশি ছিল, সে সকল দেশের তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯ সালের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২১ সালে "ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা" প্রণয়ন করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অন্য যেকোন বছরের তুলনায় এ বছর ডেঙ্গু রোগে আক্রান্তের হার বেশি। ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে সকল প্রকার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তারপরও আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। নিজ নিজ অবস্থান থেকে ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণে সচেতন হওয়ার জন্য সভাপতি সকলকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, মশক নিধনের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। এক্ষেত্রে নিয়মিত লিফলেট বিতরণ এবং মসজিদের ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে। মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে ২০১৯ সাল থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ হতে জনসচেতনতামূলক TVC প্রচার অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া, কীটনাশক আমদানির ক্ষেত্রে Monopoly Business দূর করা হয়েছে। ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য তিনি সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সর্বোপরি, ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণে আর কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য তিনি উপস্থিত সকলকে আহ্বান জানান।

৩। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব ফারজানা মান্নান, যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-৩), স্থানীয় সরকার বিভাগ সভার আলোচ্যসূচি এবং গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। এরপর জনাব মুহম্মদ ইব্রাহিম, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে মতামত ব্যক্ত করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

৪। জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন জানান যে, ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এ বছরের শুরু থেকেই তৎপর রয়েছে। এ লক্ষ্যে ০৩ (তিন) স্তর বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটিসমূহ নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

(চলমান পৃষ্ঠা ১/৪)

মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আরও জানান যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন হতে Call Center এর মাধ্যমে নিয়মিত জনগণকে ফোন করে এডিস মশা নিধনের বিষয়ে সচেতন করা হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন হতে "মশার কামড় ক্ষতিকর" শিরোণামে ০১ (এক) লক্ষ কার্টুন বই প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদেরকে বিতরণ করা হয়েছে। তিনি জানান যে, ডেঙ্গু রোগের জীবাণু বহনকারী এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংসের লক্ষ্যে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও জরিমানা আদায় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তবে, সিটি কর্পোরেশনের প্রতি অঞ্চলে ১ জন করে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট স্থায়ীভাবে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। এছাড়া, মসজিদের ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে নিয়মিত সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো ও তা মনিটরিং করা প্রয়োজন মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। এডিস মশার প্রজনন রোধে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন যে, এডিস মশা নিধনে জনগণের সরাসরি সম্পৃক্ততা সব থেকে বেশি প্রয়োজন।

৫। জনাব মোঃ আখতার হোসেন, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলেন যে, ঢাকা মহানগরসহ সারাদেশে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের একার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা প্রয়োজন। ডেঙ্গু রোগে আক্রান্তের কারণ ও রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়/ রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (IEDCR) হতে নিয়মিত সচেতনতামূলক ব্রিফিং প্রচার করা প্রয়োজন।

৬। জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ বলেন যে, ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা জরুরি। এক্ষেত্রে মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠদানের সময় শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের মাঝে ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা করতে পারেন। এছাড়া মসজিদের ইমাম সাহেব নামাজ শুরুর পূর্বে সকলকে সচেতন করতে পারেন। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমানে শহরের পাশাপাশি গ্রামেও ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নির্মাণাধীন এলাকা এবং এর আশেপাশে যাতে পানি জমে না থাকে এ বিষয়ে শহরের পাশিপাশি গ্রামেও জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো প্রয়োজন।

৭। জনাব মোঃ সেলিম রেজা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বলেন যে, ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন হতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ০৪ কোটির অধিক মানুষকে BTRC এর মাধ্যমে মুঠোফোনে বার্তা প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ১.৫ লক্ষ পরিবারকে কল সেন্টারের মাধ্যমে সচেতন করা হয়েছে। ডেঙ্গু রোগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ১ম থেকে ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বই প্রকাশ ও তা বিতরণ করা হয়েছে।

৮। জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বলেন যে, এ বছর জানুয়ারি মাসের শুরুতে মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী মাননীয় মেয়র সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে বছরব্যাপী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে এডিস মশা নিধনে কার্যকরী ঔষধ আমদানি ও ব্যবহার করা হচ্ছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, পোস্টার সাঁটানো ও TVC প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া, সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ২০৮৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৩ টি থানাসহ বিভিন্ন সরকারি স্থাপনা একাধিকবার পরিষ্কার করা হয়েছে। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা এবং জরিমানা আদায় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৯। ডা. মোঃ আখতারুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বলেন যে, বর্তমানে ডেঙ্গু রোগে বাংলাদেশে মৃত্যুর হার ০.৫% (প্রায়)। বৈশ্বিক মৃত্যুর তুলনায় বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগে মৃত্যুর হার একটু কম। এ বিষয়ে তিনি একটি তথ্যবহুল উপস্থাপনা প্রদর্শন করেন। অধ্যাপক ডা. তাহমিনা শিরীন, পরিচালক, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (IEDCR) বলেন যে, ডেঙ্গু রোগের ৪টি সেরোটাইপ আছে। কেউ যদি একটি সেরোটাইপে আক্রান্ত হয় এবং পরবর্তীতে ঐ ব্যক্তি অন্য একটি সেরোটাইপে আক্রান্ত হয়, তবে সেক্ষেত্রে রোগীর অবস্থা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শুরুতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সেরোটাইপ-১ ও ২ এর উপস্থিতি ছিল। ২০১৭ সাল থেকে সেরোটাইপ-৩ এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০১৯ সাল থেকে এটি পরিবর্তিত হচ্ছে। এ বছর শুরু হয়েছিল সেরোটাইপ ২ ও ৩ দিয়ে। তবে, এখন সেরোটাইপ-১ এর উপস্থিতিও দেখা যাচ্ছে।

১০। জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেন যে, ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থাকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া এ বিষয়ে অধিদপ্তর ভিত্তিক শিক্ষকদের নিয়ে সম্প্রতি একটি Learning Session আয়োজন করা হয়েছে।

(চলমান পৃষ্ঠা ২/৪)

১১। সার্বিক আলোচনান্তে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র:	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১	"ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা" অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০২৪ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা সমন্বয় করে জেলা প্রশাসকগণ জেলার সার্বিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক তা পরিচালক, স্থানীয় সরকার-এর মাধ্যমে আগামী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করবেন।	১। পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল) ২। জেলা প্রশাসক (সকল)
০২	মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে মুসল্লিদের মাঝে ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে নিয়মিত সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাতে হবে। নিয়মতি প্রচারণা চালানোর বিষয়টি মনিটরিং-এর লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৩	স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষকদের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে নিয়মিত সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাতে হবে। নিয়মতি প্রচারণা চালানোর বিষয়টি মনিটরিং-এর লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	১। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ২। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ৩। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
০৪	ডেঙ্গু রোগের ৪ (চার) ধরনের সেরোটাইপ এবং একই রোগী ভিন্ন ভিন্ন সেরোটাইপে আক্রান্ত হলে রোগীর অবস্থা আশংকাজনক হতে পারে এ বিষয়ে নিয়মিত সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাতে হবে।	১। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ২। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ৩। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (IEDCR)
০৫	মামলার প্রমাণক হিসেবে বিভিন্ন পুলিশ স্টেশন/থানায় সংরক্ষিত পরিত্যক্ত গাড়িসমূহ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুযায়ী এডিস মশার উৎপত্তিস্থল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তিপূর্বক পরিত্যক্ত গাড়িসমূহ অপসারণ করতে হবে।	১। জননিরাপত্তা বিভাগ ২। বাংলাদেশ পুলিশ
০৬	ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)
০৭	এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংসের লক্ষ্যে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রতি অঞ্চলে ১ জন করে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট স্থায়ীভাবে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
০৮	সংরক্ষিত এলাকাসমূহে (যেখানে সিটি কর্পোরেশনের মশক নিধন কর্মীর প্রবেশাধিকার নেই) নিজ উদ্যোগে নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করতে হবে এবং এডিস মশার উৎপত্তিস্থল ধ্বংস করতে হবে।	মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
০৯	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সরকারি আবাসনে নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করতে হবে এবং এডিস মশার উৎপত্তিস্থল ধ্বংস করতে হবে।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
১০	সকল সরকারি/ আধা-সরকারি/ বেসরকারি অফিস, আদালত, হাসপাতাল, ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনা ও চারপাশের পরিবেশ নিজ উদ্যোগে/ প্রয়োজনে সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার অভিযান অব্যাহত থাকবে।	মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)

১২। আলোচনা শেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(স্বাক্ষরিত/-)
তারিখ: ১৯/১০/২০২৩ খ্রি.
মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

(চলমান পৃষ্ঠা ৩/৪)

নম্বর-৪৬.০০.০০০০.১০৭.০৫.০০৮.২৩-৩৮৭/১(৩৬)

তারিখ: ০৬ কার্তিক, ১৪৩০ / ২২ অক্টোবর, ২০২৩

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
০২। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৩। মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৪। সিনিয়র সচিব/সচিব, ----------মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
০৫। পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
০৬। চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা
০৭। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বনানী, ঢাকা
০৮। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, (বিটিআরসি)
০৯। মহাপরিচালক (গ্রেড-১), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
১০। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১। বিভাগীয় কমিশনার, ---------- বিভাগ (সকল)
১২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ---------- সিটি কর্পোরেশন (সকল)
১৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
১৪। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা
১৫। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
১৭। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা
১৮। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, নিউ বেইলি রোড, ঢাকা
১৯। মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা
২০। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
২১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা
২২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গ্রীন রোড, ঢাকা
২৩। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা
২৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ----------ওয়াসা(সকল)
২৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা
২৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৭। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ----------বিভাগ (সকল)
২৮। যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১/২/৩ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৯। ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা
৩০। পরিচালক, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা
৩১। জেলা প্রশাসক, ----------জেলা (সকল)
৩২। উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১/২, পৌর-১/২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৩। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, ----------জেলা (সকল)
৩৪। সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৫। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৬। অফিস কপি

22/10/2026

মোহাম্মদ শামীম বেপারী
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ০২৫৫১০০৬৭৭
ইমেইল: urbandev2@lgd.gov.bd